শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ গ্রন্থাবলী—১৮

মন্দাকিনী

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ গ্রন্থাবলী—১৭

মন্দাকিনী

কিরণচাঁদ দরবেশ

দ্বিতীয় সংস্করণ
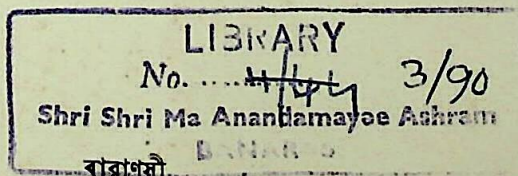
বারাণসী
১৩৫৩

প্রকাশক
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ
আউধ ঘর্‌বী
বারাণসী
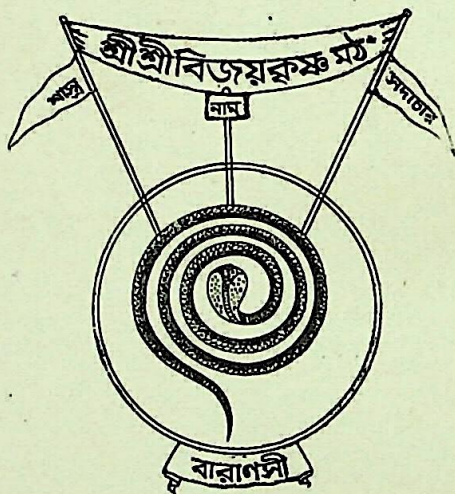
মূল্য—১৲ টাকা

মুদ্রাকর:
শ্রীঅন্নদা কুমার চক্রবর্ত্তী
ভারতী প্রেস,
পুরুলিয়া।
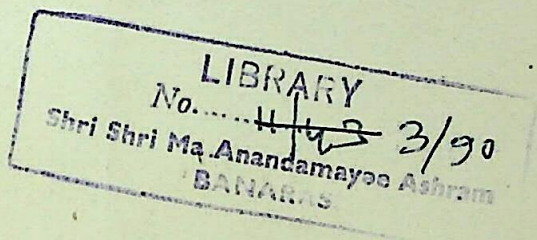
দেবী সরোজবালা

... কর-কমলে—

বারাণসী
২১ ফাল্গুন, ১৩৩৮
শিবরাত্রি

দরবেশ

প্রথম সংস্করণ ১৩৩৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৩

সূচী

নতুন খাতা

আজ বেঁধেছি নতুন খাতা,
লিখ্‌বো বলে' তোমার গাথা,
কইবো আমার মনের কথা
প্রাণের সরল ছন্দে ;
প্রতি আখর তোমার সুরে
বাজ্‌বে আমার হৃদয় জুড়ে,
নাচ্‌বে কেবল তোমায় ঘুরে'
উজল রসের গন্ধে।

কোন্ গাঁয়ের সে কোন্ বাগানে
কোন্ বনের কোন্ পাখীর গানে,
কোন্ রঙের কোন্ ফুলের ঘ্রাণে,
কোন্ বিটপীর পত্রে,
তোমার সনে কখন সখা,
আমার হলো প্রথম দেখা,
সেই কথাটি আছে লেখা
পুরাণ খাতার ছত্রে।

তোমায়-আমায় যে দিন চিনা,
শুনায়ে দিলে বিপুল বীণা,
গোপন সুরের ঠাঁই ঠিকানা
সে দিন দিলে জান্‌তে।
সেই আনন্দে ছিলেম বেঁচে,
এখন দেখি সে সব মিছে,
জানা—গাওনা তফাৎ আছে,
এখন পেলাম শুন্‌তে।

কাজ-নাই মোর বিফল জানা,
নিষেধ-বিধির জয়-নিশানা,
নানান্ ঘাটের নানান্ থানা,
বাহাত্বরীর দৃশ্যে ;
তোমার জানা থাকুক তোমার,
শিখ্‌বো আমি গাইতে এবার,
রক্ত ধারার ভিজানো তার
বাজ্‌বে সকল বিশ্বে।

২২ আশ্বিন ১৩২১
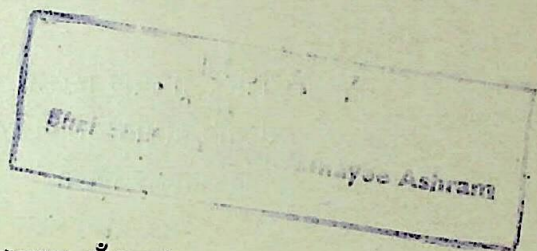
আঁধার সাঁঝে

আঁধার সাঁঝে আকাশ মাঝে
কোন্ তারাটি জ্বলে গো—
কোন্ তারাটী জ্বলে ?
গুপ্ত-কোণে সুপ্ত-সাগর
মুক্ত হয়ে চলে গো—
মুক্ত হয়ে চলে।
কাহার প্রেমের মলয় হাওয়া,
উড়ায়ে দিলো সকল চাওয়া,
উদার আঁখির পরশ-পাওয়া
বক্ষ আমার দোলে গো—
বক্ষ আমার দোলে।
কে গো আমার ভাঙা গানে,
রাঙিয়ে দিলো অগ্নি বাণে,
সদ্য সুধার মদ্য পানে
চরণ কেন টলে গো—
চরণ কেন টলে !

আঁধারে যা ছোট ছিলো,
আলোর মালায় তা' বাড়িলো,
জীবন সমাদরে দিলো
মরণ-মাল্য গলে গো—
মরণ-মাল্য গলে !
আমার কান্না আমার হাসি,
বাজায় তাহার হাতের বাঁশী,
সেই লহরে বিশ্ব আসি
লুটায় চরণ তলে গো—
লুটায় চরণ তলে।

২৮ ফাল্গুন, ১৩২১

তোমার দান

[১]

এতো যে জ্বালা এতো যে দুখ,
তোমার দান—তোমার দান!
ব্যথার ঘাতে ভগন বুক,
তোমার দান—তোমার দান!
দু'চোখ্-বহা তপ্ত্ ধারা,
ঝরিছে যত নির্ঝর পারা,
সে তব কম-করুণা জারা
দুকূল-ধোয়া উছল বান;
ব্যাকুল প্রাণে অকূলে ভাসা,
তোমার দান—তোমার দান!
তোমার দান, হীনের মতো
নীরবে সহা এ অপমান:
তোমার দান, ঢাকিয়া ক্ষত
আপোষে করা হাসির ভান!
তোমার দানে জঠরানলে
আহুতি বিনা এ দেহ জ্বলে,
পিষিয়া হিয়া পাশব বলে
দু'পায়ে দলে সরল প্রাণ;
অসহনীয় ব্যথার বোঝা
তোমার দান—তোমার দান!

[২]

সহিতে যদি ক্ষমতা থাকে
সে ব্যথা নহে তোমার দান :
বহিতে যদি শকতি থাকে
সে বোঝা নহে তোমার দান।
বিপদে যদি না রহে ভয়,
দুঃখে যদি লভিব জয়,
সে দুখ-তাপ তোমার নয়
কেবল মিছা চাতুরী-ভান,
আপন হাতে রচনা করা
আপন-ধরা মোহের ফান।
যখন তুমি বেদনা দিয়ে
শোধন কর দূষিত প্রাণ,
আকুল রবে কাঁদন ছাড়া
কিছুতে আর নাহিক ত্রাণ।
ব্যথায় যদি ব্যথা না রবে,
কেমনে তব সাধনা হবে,
তোমার বাজ পরাণে স'বে
কে আছে হেন শকতিমান্ ?
যে ব্যথা আমি সহিতে পারি,
সে ব্যথা নহে তোমার দান !

১৪ আষাঢ় ১৩২২

নতুন সংসার

তোমার জন্যে ছেড়ে এলেম সাজানো সংসার,
মনে মনে এইটে বড় ছিল অহঙ্কার।
টাকার তোড়া—জমিদারী
লম্বা-চওড়া মানের কাড়ি,
সকল সম্পদ তাড়াতাড়ি ঠাওরালেম অসার:
দশে বল্লে,--কি মস্ত লোক! ত্যাগের কী বাহার!

সবার মুখে নিজ মহত্ত্বের শুনে রটনা,
আমি ভাবলেম—সত্যি বুঝি হবে ঘটনা।
মনের গর্ব্ব ফুলে ফেঁপে
উঠ্‌লো সকল শরীর ব্যেপে,
সেই গরবে নতুন সংসার হলো রচনা:
দিব্যি তাতে রঙ্-বেরঙের মনের আলপণা।

টাকা-কড়ি-বিষয়-বাড়ীর ছিলো যত ভার,
তার চেয়ে যে অনেক ভারি ফাঁপা এ সংসার!
বাইরে সাধুর বেশে সেজে
মিষ্টি কথা ঘষে-মেজে,
অন্তরেতে লোভের ফাঁদটা পেতে আছে চার;
মুখের বচন বিনয় মাখা—চিত্তে পোড়া ক্ষার।

অহঙ্কারের ভিত্তি-বিহীন অট্টালিকায় বাস,
কখন যেন পড়ে মরি, লেগেছে এই ত্রাস।
কখন যেন ঝাপটা এসে
মটকা ভাঙে এক নিমেষে,
দমকা হাওয়ার চমকা খেয়ে হয়েছে বিশ্বাস,—
বিফল ত্যাগে হয়না সফল মনের অভিলাষ।

সবার পায়ের তলা দিয়ে তোমার বাড়ীর পথ,—
এইটে যে না-জানে, সে তো পায়না যাওয়ার রথ।
স্বার্থ গর্ব্ব চিত্ত ভরা,
তারে তুমি দাওনা ধরা,
এই দুটো যে ছাড়তে পারে সেই তো সুমহৎ:
কেবল মাত্র সেই ত্যাগীরই পূর্ণ মনোরথ।

২৬ ভাদ্র, ১৩২৫

কে গো তুমি

কে গো তুমি হৃদয়-হরণ ?
নিবিড় নিকষ-ঘন অন্ধকারময় ঘরে
রূপহীন রূপ তব কী গৌরবে খেলা করে
পুলকে আলোক ঝরে,
আঁধার তরাসে মরে,
স্বচ্ছ জ্যোতি বিথরে কিরণ।
কে গো তুমি হৃদয়-হরণ ?

আমার আঁখিতে তুমি জাগিতেছ অনুখন,
হিয়ার মাঝারে মরি রচিয়াছ সুখাসন,
নিরস রসনা মাঝে,
তোমার রাগিনী বাজে,
নৃত্য-ছলে হিন্দোলে চরণ।
কে গো তুমি হৃদয়-হরণ ?

নয়নের বারি করে নয়নেই ছল-ছল,
অন্তরের অন্তরালে হিয়া করে টলমল,
ধমনীর উষ্ণ-দহে
শোনিতের স্রোত বহে
মৃত্যু মাগে অমৃতে শরণ।
কে গো তুমি হৃদয়-হরণ ?

বেদনা মনের সাধে গাঁথে অশ্রু-মুক্তা মালা
মরণ সাজায় নব-জীবন-বরণ ডালা
স্নুখে প্রতি রোমকূপ,
জ্বালায় বাসনা-ধূপ,
অঙ্গ করে গন্ধ বিতরণ।
কে গো তুমি হৃদয়-হরণ ?

চির এ দরিদ্র জনে সাজায়েছ কল্পতরু,
সরস পাথারে তব প্লাবিয়াছ শুষ্কমরু,
তোমার স্নুরভি-শ্বাসে,
সকল আঁধার হাসে,
প্রাণে আনে নব জাগরণ।
কে গো তুমি হৃদয়-হরণ ?

অরুণ নয়নে তব বহে করুণার ধারা,
আমার মরম মাঝে কি রসে হয়েছ হারা
যুগান্তের যত দৈন্য
নিমিষে করেছ ধন্য
ধন্য আজি জীবন-মরণ।
কে গো তুমি হৃদয়-হরণ ?

এত আয়োজন তব কেবল আমার লাগি,
কি দিবসে কি নিশিতে সতত রয়েছ জাগি,
ওগো ও পাগল-করা,
আমি তো দিয়েছি ধরা,
রিক্ত হস্তে করেছি বরণ।
কে গো তুমি হৃদয় হরণ ?

প্রিয় তুমি, প্রভু তুমি, সখা তুমি, তুমি মোর,
তোমার বিমল রূপে আমার পরাণ ভোর,
হিয়ার সর্ব্বস্ব তুমি
চির বিশ্রামের ভূমি,
তব লাগি জীবন ধারণ।
কে গো তুমি হৃদয় হরণ ?

১৪ আষাঢ় ১৩২২

নাম কীর্ত্তনীয়া

যাহার বয়ানে তোমার নামের
ধ্বনি ধরে অনুখন,
হোক্ না সে জন চণ্ডাল জাতি,
সেই মোর ব্রাহ্মণ।
যাহার বদনে তোমার নামের
ধ্বনি শুনি অনুদিন,
হোক্ না সে জন পতিত-জারজ
মোর কাছে সে কুলীন।
সার্থক যার রসনায় হয়
নামের উচ্চারণ,
যথার্থ বেদ-অর্থ বুঝিতে
সমর্থ সেই জন।
তব শাশ্বত নামটী যাহার
প্রতি নিশ্বাসে সাধা
লইয়া সিদ্ধি যত তপস্যা
তাহার দুয়ারে বাঁধা।
কুণ্ঠা বিহীন কণ্ঠে যাহার
তব নাম ধ্বনি ধরে,
নিত্য হোমের মঙ্গল ধূম
তাহারে বরণ করে।

অবিরাম তব মধু নাম গানে
বিশ্রাম যার নাই,
ভৃত্যের মত সকল তীর্থ
কৃপা মাগে তার ঠাঁই।
আচার লইয়া করেনা বিচার
হিয়ায় নামের ছবি,
সেই তো দিব্য সদাচারী সাধু,
আর্য্য কুলের রবি।
হে ঠাকুর তব নামের নিশানা
যে জন বহিয়া ফিরে,
অবিচারে তার চরণের রজ
বহিবারে দাও শিরে।

১১ পৌষ, ১৩২৪

শ্যাম সুন্দর

সুন্দর শুভ শান্তি নিলয়
শ্রীশান্তিপুর ধাম,
সুন্দর অদ্বৈত পুত্র
সুন্দর বলরাম।
সুন্দর আতাবুনীয়া বংশ
সুন্দর কুল তার,
সুন্দর-তর দশম পুরুষে
সুন্দর অবতার।
সুন্দর তাঁর প্রাণের ঠাকুর
সুন্দর প্রেমময়,
সুন্দর-তম সুন্দরী বামে
শ্যাম-সুন্দর জয়।

১৩ পৌষ ১৩২৪

প'হু মোর

পহুঁ মোর ধৈর্য্যে বসুন্ধর,—
নিখিলের তাপ ধরে বক্ষের ভিতর।
পহুঁ মোর গাম্ভীর্য্যে পাথার,—
অসীম অতল সিন্ধু নাহি পারাপার।
পহুঁ মোর বীর্য্যে হুতাশন,—
জীবের পাতক তাহে জ্বলন্ত ইন্ধন।
পহুঁ মোর সাহচর্য্যে বায়,—
মরমের মলিনতা উড়াইয়া যায়।
পহুঁ মোর ঔদার্য্যে গগন,—
শীতল চাঁদোয়া যেন ছাইয়া ভুবন।
পহুঁ মোর আকাশের রবি—
নিরাশা আঁধার মাঝে হাসে আশা-ছবি।
পহুঁ মোর অকলঙ্ক শশী,—
চকোরের ক্ষুধা মিটে নাম-সুধা খসি।
পহুঁ মোর নীরদ নবীন,—
পিয়াসী চাতক ধারা পিয়ে নিশিদিন।
পহুঁ মোর হিমাদ্রি মহান,—
কুলুকুলু প্রেম-গঙ্গা বহিছে উজান।
পহুঁ মোর সবার সকল,—
দরবেশ, সে চরণে জীবন সফল।

৬ পৌষ, ১৩২৪

সুন্দর ও প্রিয়

সব চেয়ে প্রিয়তম আমার এ আমি,
সব চেয়ে অনুপম তুমি মোর স্বামী।
পত্নী বিত্ত বান্ধবাদি যাহা কিছু আছে,
তুচ্ছ তারা আমার এ আমিটির কাছে।
নয়নাভিরাম বিশ্বে যা কিছু স্বরূপ,
সকলের প্রাণ তুমি—সকলের ভূপ :
তোমার অমল রূপ-জ্যোতির নিথরে,
সূর্য্য তারা কত আলো ব্রহ্মাণ্ডে বিতরে :
স্নিগ্ধ শান্ত মনোরম যা কিছু মহান্,
তোমার রূপের কণা সে সবার প্রাণ।

সুন্দরে ভেটিতে হয় প্রিয় বস্তু দিয়া।
কবে এ সহজ জ্ঞান উঠিবে ফুটিয়া ?
সুন্দর চরণ তলে প্রিয় মোর আমি,
লুটায়ে পড়িবে কবে হে সুন্দর স্বামী !

১১ আষাঢ় ১৩২৩

সুন্দর

সুন্দর তুমি সুন্দর তুমি
সুন্দর, ওহে সুন্দর।
সুন্দর তব অঙ্গ-প্রভায়
আলোকিত চিত-অন্দর।
সুন্দর তব নয়ন-যুগল
রবি আর শশী জড়িত ;
সুন্দর তব বদন-কমল
বিমল গগনে ক্ষরিত।
সুন্দর তব দন্ত-রুচির
বিজলীর আড়ে বিকাশে ;
সুন্দর তব পিঙ্গল জটে
জলদের ঘটা প্রকাশে।
সুন্দর তব আশীষ-হাসিটী
জ্যোছনার সিত কিরণে :
সুন্দর তব গম্ভীর রোষ
অন্ধকারের বরণে।
সুন্দর তব কণ্ঠের মালা
তারায় তারায় রচিত ;
সুন্দর তব উদার বক্ষ
অমৃতালোকে খচিত।

সুন্দর তব কণ্ঠ-কাকলী
ধ্বনিছে রবে ও নীরবে,
বিহগের গান ঝঞ্ঝার তান,
হাসিছে কাঁদিছে গরবে।
সুন্দর তব মণ্ডিত ভুজে
সুখ আর দুখ নাচিছে,
এ হাতে করুণা-কমণ্ডলুটি
ও হাতে দণ্ড শোভিছে।
সুন্দর তব গৈরিক-বাস
অস্ত-গগনে উড়িছে,
সারা মানবের মলিনতা যেন
প্রেমের আগুণে পুড়িছে।
সুন্দর তব অঙ্গ-গন্ধ
বহিছে মন্দ পবনে,
সে সুরভি-শ্বাস সুবাস বিতরে
অন্ধ-দীনের ভবনে।
সুন্দর তব রাতুল চরণ
অঙ্কিত সারা ভুবনে;
ধূলির ধূলায় তব পদ-রেণু
মাখা মোর সারা জীবনে।
সুন্দর তব সরব অঙ্গ
প্রকৃতির প্রতি পরবে;
দীন দরবেশ বল্লভ তুমি,
পরাণ নাচে এ গরবে।

১৭ আষাঢ়, ১৩২২

মধুর

ওগো, মধুরের মধুরিমা!
এ তিন ভুবনে খুঁজিয়া মেলেনা
তব মাধুরীর সীমা।
মধুর তোমার মৃগাঙ্ক-হীন
মোহন বদন চাঁদ;
মধুর অধরে মধুময় হাসি
পেতেছে মধুর ফাঁদ।
মধুর জটার মধুর বুননি,
মধুর বেণীটি যেন,
বামে হেলা তার মাধুরীর ছটা,
হেরিনি নয়নে হেন।
মধুর অলকা মধুর ললাটে
মধুর মলয়ে দোলে;
মধুর নাসায় মধুর তিলক,
হেরিলে মানস ভোলে।
মধুর নয়নে মধুর চাহনি
মধুর করুণা-ছাকা;
যার পানে চাহ আঁখি পালটিয়া
সে যেন মাধুরী মাখা।

মধুর বয়ানে মধু মাখা বাণী
শ্রবনে মাধুরী ঢালে :
মানস মরাল নাচিয়া বেড়ায়
প্রতিআঁখরের তালে ।
মধুর কণ্ঠে মধু মাখা স্বুর
ঝঙ্কারে মধু ছন্দে :
মধু লোভে কত মানস-ভ্রমর
ভ্রমে মাধুরীর গন্ধে ।
মধুর বক্ষে মধুময় মালা
মধুর লহর শোভা :
দক্ষিণ ভূজে মধু মণ্ডিত
কী মাধুরী মন লোভা ।
মধুর কটীতে গৈরিক-গড়া
মধুর বহির্ব্বাস ;
মধুময় তার প্রতি ভাজে ভাজে
মাধুরীর পরকাশ ।
মধুর হস্তে মধুর দণ্ড
মথিতে মত্ত মন ;
মধু করোয়ার করুণা-সলিলে
ভেসে যায় ত্রিভুবন ।

মধুর চলনে মধুর ভঙ্গি
মধুর মাধুরীময় ;
মধু কীর্ত্তনে মধুর নৃত্য,
হেরিলে ত্রিতাপ ক্ষয়।
মধুর দুবাহু উর্দ্ধে তুলিয়া
মধু কণ্ঠের রোল,
আধো গদ-গদ মধুময় ভাবে
বোল বোল মধু বোল।
মধুর চরিত মধুর সখ্য
মধুর তোমার সঙ্গ ;
মধুময় তব অণু পরমাণু,
মধুময় প্রতি অঙ্গ।
মধুর চরণে মধুহীন দীন
দরবেশ ডুবে রয় ;
মদির-মাধুরী-মথিত-মানসে
হাস হাস মধুময়।

২৩ ভাদ্র ১৩২৪

ললিত

ওগো, ললিত মরম-নিধি !
কোন্ সুললিত লাবণী লইয়া
গড়েছে তোমারে বিধি ?
ললিত তোমার বদন-কমলে
ললিত অরুণ ভাসে :
ললিত মাধুরী বিকশিয়া মরি
আঁখি পল্লব হাসে।
ললিত বচনে তাপিত পরাণ
ললিতে শীতল করে ;
ললিত চাহনি লহরী তুলিয়া
নাচে মানসের সরে।
মুদিত যুগল ললিত লোচনে
সুললিত ধারা ধায় :
ললিত মরাল ডানা মুদি যেন
ললিতে সাঁতারি যায়।
ললিত জটার ললিত বরণে
কত না ললিত ঘটা :
ললিত বসনে ললিত আসনে
ললিত রবির ছটা।
ললিত হাস্য ললিত লাস্য
ললিত দৃশ্য মরি ;
ললিত লীলার লহরে লহরে
লাবণী উঠেছে ভরি।

ললিত তোমার রীতি নীতি প্রভো
ললিত চরিত খানি ;
ললিত লহরী ললিতে উছলে
শুনিয়া ললিত বাণী।
ললিত মালার ললিত দোলনী
ললিতে বেড়িয়া গলা :
ললিত লাবণী ঢাকিবারে প্রভু
শিখিয়াছ ভাল ছলা।
ললিত অঙ্গে ললিত ভঙ্গি
রঙ্গ দেখিয়া ঝুরি ;
ললিত তোমার ত্রিভঙ্গ ঠাম
পারনি করিতে চুরি।
কোন্ নন্দনে ললিত গন্ধে
ছিলে তুমি নিগমন :
লালিত্য-হীন লোকালয়ে কেন
আসিতে হইল মন ?
ওগো সুললিত ললিত বঁধুয়া
আঁখি পালটিয়া চাও ;
ললিত পরশে এ দরবেশের
পরাণ লইয়া যাও।

২৪ ভাদ্র, ১৩২৪

একুশ বছর আগে

আজ এম্‌নি দিনে, শরৎ রাতে
একুশ বছর আগে,
দাঁড়িয়ে ছিলেম করযোড়ে
তোমার পুরোভাগে।
পাপের ধূলি অঙ্গে মেখে
তাপের জ্বালা বুকে ঢেকে,
দুখের বোঝা মাথায় রেখে,
হুতাশ অনুরাগে ;
যেদিন পথের রেখা ঢেকে গেলো
আঁধার কালো দাগে।

সেদিন আষাঢ় ধারায় ধৌত ধরা,
স্বচ্ছ নিরমল :
নবমী-চাঁদ গগন-রথে
মুক্ত ঢলঢল।
বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে,
কেউ ছিলো কি জাগরণে ?
নিদ্রা-বিহীন আকুল মনে
নয়ন ছলছল ?
যেদিন একটি ছু'টি করে' আমার
ফুট্‌লো হিয়ার দল ?

ওগো, সবার ঘরে আঁধার ম'লো
চাঁদের চরণ তলে,
আমার পথের আঁধার কেন
তিলেক নাহি টলে !
মাথায় নিয়ে বিশাল বোঝা,
হারানো পথ যায় কি খোঁজা ?
তাইতো কেঁদেছিলেম সোজা
'বোঝা ধর' বলে,—
চেয়ে মুখের পানে আকুল মনে,
ভেসে নয়ন-জলে।

তুমি নামিয়ে বোঝা ঈষৎ হেসে
বস্‌তে দিলে কাছে :
মরম-শিখা উঠ্‌লো জ্বলে'
তোমার তনুর আঁচে ;
বেসাতি যা' বোঝায় ছিলো,
এক নিমেষে সব পুড়িলো,
সকল ধূলি উড়িয়ে দিলো,
বায়ুর উতাল নাচে :
তখন দোমে দোমে মুক্ত পরাণ
ছুট্‌লো পাছে পাছে ।

মধু বৃন্দাবনের বনে বনে
বেণুর আকুল রব,
গোপন গানের নিপুণ তানে
বাজ্‌লো অভিনব ।
গভীর নিশির বিজনতা,
মুখর হয়ে কইলো কথা,
ফুলের রেণুর মাদকতা
ছড়ালো সৌরভ ;
আমার হিয়ার মাঝে জীবন-ব্যাপী
জাগ্‌লো মহোৎসব ।

৪ শ্রাবন, ১৩২৩

সুখে দুখে

ওঁ-কার পূত ঝঙ্কার মাঝে
রক্তিম নব রাগে,
নীহার নয়নে ধারা নেহারিয়া
বাল রবি যবে জাগে :
স্নিগ্ধ শান্ত অন্তর তলে
ফুল্ল কুসুম হাসে দলে দলে,
তখন কি তুমি অরুণের ছলে
চকিতে ছুঁইয়া যাও,
অশান্ত মম ব্যথাতুর হিয়া
সমাহিত করে দাও ?

মধ্যাহ্নের বন্ধুর পথে
চলিতে পন্থা ভুলি,
অজানা কাহার পরশন আশে
যবে দুটি বাহু তুলি :
চারিদিকে শুধু অগ্নির মালা
সাহারার মতো বারিহীন জ্বালা,
তখন কি তুমি মাতাল উতালা
শীতল মলয়া বেশে,
নব বাসন্তী কেতন উড়ায়ে
ছুঁয়ে যাও হেসে হেসে ?

সন্ধ্যায় যবে অন্ধকারের
ছায়া পড়ে ধরা পর.
নিকষ কাজল মাখিয়া তিমির
ক্রমে গ্রাসে চরাচর :
দ্বিধা-ভয় লয়ে শঙ্কিত প্রাণে
চারিদিকে খুঁজি আলো কোন্ খানে,
তখন কি তুমি খুসীর বিমানে
চাঁদ হয়ে দেখা দাও,
আমার সকল তিমির নাশিয়া
হাসিয়া ভাসিয়া যাও ?

প্রতি দিবসের প্রতি অবদানে
তুমি আসো ধরা দিতে ;
এ কেমন ভুল, অন্তর মম
পারে না তো চিনে নিতে !
তোমার আলোক তোমার আঁধার ;
সুখ-দুখ হাসি-কান্না তোমার ;
একথা বুঝিতে দেহ অধিকার
ওগো ও পাগল করা !
প্রতি দিবসের প্রতি অবদানে
অন্তরে দেহ ধরা ।

২ ফাল্গুন, ১৩৩৭

মরিয়া উঠিব জীয়া

পরাণ বঁধুয়া লাগি বিদরে হিয়া ;
মন বুঝাই কি দিয়া।
আমি তো চাহিনি আগে,
সে ভুলালো দেখা দিয়া ;
ললিত নবানুরাগে
মৃদু মধু পরশিয়া।
জটাজুট-ঘটা হেরি
ভেবেছিনু কী যোগীয়া ;
কে জানে পরাবে বেড়ি
মন-প্রাণ কেড়ে নিয়া।
আমার কহিতে তাঁরে
চাহে সদা চাহে হিয়া ;
জানিনা কেমন করে'
মরিয়া উঠিব জীয়া।

৭ মাঘ ১৩২৭

আমার বল্লভ

কেউ বলে, তুমি ছিলে শান্ত উচ্চ জীব,
সাধন সম্পদ দিয়া লভিয়াছ শিব
এই মর্ত্ত্য ধূলার ধরায়। কেউ বলে,
সিদ্ধ মহাযোগী তুমি, সাধনের ছলে
মানবে দিয়াছ শিক্ষা আচার্য্য হইয়া।
কেউ বলে ব্রহ্মবিদ্, জ্ঞান বিতরিয়া
বাঙ্গালার অন্ধকার করিয়াছ দূর।
কেউ বলে তুমি সেই দয়াল ঠাকুর,
যুগে-যুগে যোগে-যাগে যে জাগে জগতে
সদ্‌গুরু-রূপ ধরি ধ্রুব সত্য পথে।
কেউ বলে, সাঙ্গ-পাঙ্গ সঙ্গে লয়ে তুমি,
লীলা-ছলে আসিয়াছ এ ভারত ভূমি।
যে যা খুসী বলুক্‌না—সত্য মানি সব,
আমি শুধু জানি—তুমি আমার বল্লভ।

১৭ ভাদ্র, ১৩২৫

বিরহের দৈন্য

সমাধি-শায়িত তুমি। এই নিজ হাতে,
সেই যে নিস্তব্ধ কোন্ স্তম্ভিত সন্ধ্যাতে,
ধরিত্রীর দীর্ণ বক্ষে অন্তিম শয়ন,
রচনা করিয়া দিনু, নিষ্ঠুর নয়ন,
সেই যে বিস্ময়-দিঠে মূঢ়ের সমান
নেহারিল তব শেষ যাত্রা-অভিযান ;
সেই হস্ত সেই চক্ষু আজো আছে প্রভু,
সেই প্রাণ দেহ ছাড়ি যায় নাই তবু।
হে মহান্, হে সুন্দর, হে মোর আনন্দ,
ওগো মোর দিলের দরদী! কি সম্বন্ধ
তবসনে কেমনে কহিব? ভাবি মনে,
কোন্ লাজে ঠাঁই মাগি ওই শ্রীচরণে!
দুঃসহ বিরহ-দগ্ধ জ্বলন্ত আগুনে
যে মলোনা পুড়ি, তারে স্মরিবে কি গুণে?

দৈন্য বোধ

হেন অপরূপ রূপ আর হেরিলনা
এ পোড়া নয়ন মোর! কর্ণ শুনিলনা
হেন মধু মাখা বাণী শান্ত স্নেহ-ঢালা!
কত লতা, কত ফুল, যৌবন-উজালা
কত শত বরাঙ্গিনী করেছি পরশ,
তব সম স্নিগ্ধ স্পর্শ অপূর্ব্ব সরস
মিলিলনা কোন ঠাঁই! তবু বেঁচে আছি।
তবু কত দরশন-পরশন যাচি,—
অভাগা ভিক্ষুক প্রায় দুয়ারে দুয়ারে!
কেন হেন দীন হীন করিলে আমারে?
দুর্ল্লভ অমূল্য ধনে ধনী যেই জন,
কেন তারে সাজাইলে ভিখারী এমন?
এই লজ্জা সব চেয়ে বড় বাজে বুকে;
ব্যথা পাই মুখ তুলি দাঁড়াতে সম্মুখে!

১৭ ভাদ্র, ১৩২৫

দুর্দ্দিনে অবিশ্বাস

হে আমার দেলের দরদী, দুর্দ্দিনের
ঝঞ্ঝা মাঝে, দুঃখ-বরষায়, ভৈরবের
ভীম নাদে, যবে মোর চিত্ত ব্যাকুলিয়া,
তব প্রেম-অভিজ্ঞান ফেলে হারাইয়া ;
কেহ নাই—কিছু নাই—বলি বারবার,
ধাঁধার আঁধারে প্রাণ করে হাহাকার ;
গলে মুক্তাহার খানি—না দেখি হতাশে,
আঁধারে খুঁজিয়া ফেরে হারের তলাসে ;
তখন গোপনে আসি, শীতল বচনে
স্নিগ্ধ শান্ত করে দাও মোরে অকারণে
না জানি কিসের লোভে। জানি-জানি আমি
জীবনে মরণে তুমি আমারই স্বামী।
তবু যে ভুলিয়া যাই,—এই বড় দুখ,
লজ্জা পাই মুখ পানে তুলিবারে মুখ।

১০ কার্ত্তিক, ১৩৩৭

স্বপ্নান্তে

রাজ-রাজেশ্বর তুমি সকলেই কয়,
তব সনে মোর প্রেম—এ বড় বিস্ময় !
ক্ষুদ্র আমি, দীন আমি, রূপ-গুণ হীন,
মহান্ বিরাট তুমি প্রসন্ন নবীন।
মলিন ভিখারী-বেশে হেরিয়া দুয়ারে,
তাই কি করুণা-বশে ডাকিলে আমারে ?
আদরে মুছিয়া দিলে নয়নের জল,
তুলিয়া মল্লিকা-যুথী ভরিলে আঁচল ?
নীরবে উদার বক্ষে জড়ায়ে জড়ায়ে,
আমার সকল আমি ফেলিনু হারায়ে ?
কূজিত নিকুঞ্জ বনে শয়ন রচিয়া,
বেদনা মরণ মাঝে উঠিল বাঁচিয়া ?
প্রভাত-সমীরে জাগি একী শুনি আজ,
আমি ক্ষুদ্র দীন-হীন—তুমি রাজ-রাজ !

২৩ মাঘ, ১৩২২

সমাজ-ভীত

চির অপূর্ণতা মাঝে তুমি পূর্ণতম।
শত ত্রুটি শত দৈন্য-দরিদ্রতা মম
ঢাকিয়া রেখেছ তুমি প্রেম মহিমায়।
ওগো ভর্ত্তা, ওগো কর্ত্তা, কুরূপ আমায়,
তব রূপ-রাগাঞ্জনে সাজায়েছ দিব্য
রূপসী ষোড়শী প্রায়। একি ভবিতব্য!
যে নহে হইতে যোগ্য চরণের দাসী,
তারে তুমি কোন্ আশে করিলে পিয়াসী?
ওগো লাজহীন আমি তো তোমার মত
পারিনি কখনো, বিসর্জ্জন দিতে যত
লাজ-দৈন্য-ভয়! তাই করি হে মিনতি,
চৌদিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-ভঙ্গি অসঙ্গতি
সব হ'তে কর ত্রাণ। লও টেনে কাছে,
দাও চরণের পাশে যে ঠাঁইটী আছে!

১৭ ভাদ্র, ১৩২৫

দণ্ড ও কমণ্ডলু

হে দয়াল, হে নিঠুর, হে মোর বল্লভ,
ওগো সহজিয়া বঁধু ওগো ও দুর্ল্লভ
ওগো দাতা, ওগো চির প্রসিদ্ধ কৃপণ,
বড় সুখ,—বড় জ্বালা, যে সঁপেছে মন
তোমার রাতুল পদে। তুমি আছ যার,
পরিপূর্ণতার মাঝে অহরহ তার
দারুণ অভাব বোধ। মিলন সোহাগে,
দিবানিশি তৃপ্তিহীন কী বেদনা জাগে—
হারাই হারাই ভয়! হারাইয়া গেলে,
বিরহ-দুর্দ্দিন-ঘোরে কি সুন্দর মেলে
স্বপ্নময় তব অভিসার। হে ভীষণ,
ক্ষমা হীন কি দুরূহ তোমার শাসন!
করুণার ভাণ্ড আর দণ্ড করে রাজে;
জানিনা কাহারে চাই এ দুইয়ের মাঝে।

১৬ ভাদ্র, ১৩২৫

ক্রোধের দিনে

হেরি অরুণিম তব মুখ,
ভাবিয়োনা সখা, মরম মাঝারে
পাব আমি কোন দুখ।
তাম্র-তুলসী-গঙ্গা পরশি
তুমি যদি কহ মোরে,
"ওরে রে অবোধ, বৃথা আশা মনে,
ভালোতো বাসিনে তোরে।"
ভেবেছো কি মনে সে বাণী আমার
মরমে পশিবে কভু ?
আমি কি জানিনে জনমে জনমে
আমি দাস—তুমি প্রভু ?
হেরিয়াছি তব মোহন মূরতি,
পেয়েছি পরশ খানি ;
শুনেছি তোমার মধুর অধরে
আধো আধো মৃদু বাণী ।
তোমার অমল সঙ্গ সরসে
নন্দিন মম প্রাণ ;
সে মদির স্মৃতি পরাণে আমার
বিতরে পুলক-বান।

সে স্মৃতি লইয়া মরিব বহিয়া
বাঁচিব ধরিয়া আশা :
ভুলিতে কি পারি ক্ষণেকের তরে
তোমার সে ভালোবাসা ?
তবে যে আমার নয়ন বহিয়া
ঝরে বারি অবিরল ;
এ নহে বন্ধু, সন্তাপ-মাখা
মরম অশ্রুজল।
দিয়েছো বেদনা, দাও আরো দাও,
যাহা প্রয়োজন হয় :
ব্যথার বেদনে বহে আঁখিধারা,
সে তো মরমের নয় !
চেয়ে দেখ সখা, অন্তর মোর
হাসিছে পুলক ভরে :
বাহিরে কেবল অবাধ্য আঁখি
অকারণে ঝরি মরে।
জানি ভাল জানি তোমার বিধান,
তুমি যে নিপুণ রোঝা
কভু দাও মোরে সুখের সোয়ারী
কভু বা দুখের বোঝা।

চলিতে চলিতে কভু দাও ফেলি
পথ পাশে কূপ হেরি :
আবার তখনি তুলিয়া লইতে
তিলেক না কর দেরী।
ভালবাস, তাই আমারে লইয়া
তোমার এতেক খেলা ;
জানি ও চরণে মিলিবে শান্তি
ধূসর সন্ধ্যা বেলা।
ক্লান্ত এ দেহে, শ্রান্ত পরাণে
হেরিয়া আঁধার ঘোর,
দিবসের শেষে মুদিবে যখন
অবশ লোচন মোর ;
দাঁড়ায়ে শিথানে, চেয়ে মোর পানে,
ওগো পরাণের নাথ,
ঈষৎ হাসিয়া তখন কি তুমি
ধরিবে না মোর হাত ?
আজি লুকোচুরী খেলিছ গোপনে,
কভু দূরে—কভু কাছে
দিবসের শেষে যাবো তব পাশে,
সে ত মোর জানা আছে।

১৬ চৈত্র, ১৩২২

নন্দন-বন মধু

ওগো নন্দন-বন-মধু !
জনমে জনমে তুমি ছিলে মোর
পরাণের প্রিয় বঁধু।
যুগ-যুগান্ত তোমারি লাগিয়া
জাগিয়া আকুল মনে,
কত না ব্যাকুল বন-বিথীকায়
কেঁদেছি করুণ-স্বনে।
আমার ব্যথিত দীর্ণ বেদনা
মথিয়া তৃষিত হিয়া,
মৃত্যু হাহাকারে বেহাগ-বীণায়
উঠেছিল গুমরিয়া।
চকিতে চাহিয়া চটুল নয়নে,
আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছিলে কি গো, আমার হিয়ার
সে উদাস গীত-গান ?
আজি প্রভাতের তরুণ বেলায়
চড়িয়া অরুণ রথে,
এসেছ কি তাই ধরা দিতে মোরে
হেম-বাঁধা ছায়া পথে ?

আবার যখন তপ্ত গগনে
বাড়িবে রবির তাপ,
চকিত চরণে যাবে কি চলিয়া
রেখে চির অভিশাপ ?
তোমারে পাইয়া মনে জাগে শুধু
হারাই হারাই রব ;
জানিনা কখন থেমে যাবে মোর
জীবনের উৎসব।
এ সুখের দিনে নয়নের বারি
তাই অবিরল ঝরে ;
সারা বুক দিয়ে তবু কি তোমারে
রাখিতে নারিব ধরে ?

১৬ চৈত্র, ১৩২২

নন্দন-বন মধু

ওগো নন্দন-বন-মধু !
জনমে জনমে তুমি ছিলে মোর
পরাণের প্রিয় বঁধু।
যুগ-যুগান্ত তোমারি লাগিয়া
জাগিয়া আকুল মনে,
কত না ব্যাকুল বন-বিথীকায়
কেঁদেছি করুণ-স্বনে।
আমার ব্যথিত দীর্ণ বেদনা
মথিয়া তৃষিত হিয়া,
মৃদু হাহাকারে বেহাগ-বীণায়
উঠেছিল গুমরিয়া।
চকিতে চাহিয়া চটুল নয়নে,
আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছিলে কি গো, আমার হিয়ার
সে উদাস গীত-গান ?
আজি প্রভাতের তরুণ বেলায়
চড়িয়া অরুণ রথে,
এসেছ কি তাই ধরা দিতে মোরে
হেম-বাঁধা ছায়া পথে ?

আবার যখন তপ্ত গগনে
বাড়িবে রবির তাপ,
চকিত চরণে যাবে কি চলিয়া
রেখে চির অভিশাপ ?
তোমারে পাইয়া মনে জাগে শুধু
হারাই হারাই রব ;
জানিনা কখন থেমে যাবে মোর
জীবনের উৎসব।
এ সুখের দিনে নয়নের বারি
তাই অবিরল ঝরে ;
সারা বুক দিয়ে তবু কি তোমারে
রাখিতে নারিব ধরে ?

১৬ চৈত্র, ১৩২২

ওগো সাধনা

ওগো অন্তর-তর সাধনা !
ব্যর্থ রভস কৌতুক মাঝে
জাগাও করুণ বেদনা।
পরাণ বঁধুয়া, তুমি কাছে নাই,
তবু হাসি-খেলি তবু নাচি-গাই,
তবু বৃথা কাজে দিবস গোঁয়াই,
ভাবিতে শিহরে চেতনা।
ওগো সাধনা !

সকল পুলক পলকের মাঝে
ডুবে যাক্ চির মরণে :
তোমার বিরহ-দুখ অহরহ
বাজুক হিয়ার পরাণে।
কেড়ে লও মোর ব্যর্থ এ সুখ,
ভেঙ্গে যাক্ এই নির্ম্মম বুক,
তুমি-হারা—তবু' আছে হাসি মুখ,
এ যে নিদারুণ যাতনা।
ওগো সাধনা !

১৪ মাঘ, ১৩২২

বিরহের মিলন

জানি তুমি কাছে নাই,
তবে কেন প্রিয়, ভুবন ভরিয়া
তোমারই সাড়া পাই ?
আলোকের প্রতি দীপ্ত-নিশাসে,
আঁধারের ঐ স্তব্ধ তরাসে,
জাগরণে কিবা ঘুমের আবেশে,
তুমি আছ সব ঠাঁই :
প্রতি দিবসের প্রতি পলে পলে
যখন যেদিকে চাই ।

অরুণ যখন তরুণ হাসিয়া
ধরনীর বুকে আসি,
শত চুম্বনে মুছে দেয় তার
নীহার-অশ্রুরাশি ;
মনে হয় তব মদির অধর
আমারেই বুঝি করিছে আদর,
কেটে যায় ঘন বিরহ-বাদর
হেরি শরতের হাসি :
রাঙা অধরের রঙিণ সোহাগ
বাজায় মিলন-বাঁশী ।

শাখী-শাখে পাখী কণ্ঠ-কাকলি
কি গান গাহিয়া উঠে :
উষার কোমল স্নিগ্ধ হিয়ায়
সরমের বাঁধ টুটে।
প্রতি অটবীর পত্রে পত্রে,
হেরি তব লিপি কিরণ-ছত্রে
বিরহ-ব্যথিত সজল নেত্রে
পুলক প্রবাহ ছুটে :
হিয়া-সরসীতে মুদিত কমল
অমল আলোকে ফুটে।

সন্ধ্যা যখন শ্যাম ধরণীরে
দু বাহু বাড়ায়ে ডাকে,
অন্ধকারের বিপুল আড়ালে
বিরলে লুকায়ে রাখে :
মনে হয় তব নিকষ পরশে
ঘুমাতেছি আমি নিবিড় হরষে,
তন্দ্রা-জড়িত পরাণ সে রসে
আবেশে ডুবিয়া থাকে ;
ধ্যান-নিমগন আঁধারের তুলি
কি মোহন ছবি আঁকে।

তুমি কাছে নাই—মিছে কথা বঁধু,
মিছে বিরহের গান ;
মলয়ার প্রতি স্পন্দন মাঝে
বাজে মিলনের তান।
তোমার সরল রভস বচনে,
নিতি যে ঘুমাই অবশ লোচনে,
প্রভাতে আবার তব পরশনে
জেগে পাই নব প্রাণ ;
কতই যতনে ভাঙিতেছ মোর
প্রতি দিবসের মান।

২০ মাঘ ১৩২২

বিরহের ব্যাপ্তরূপ

আজি প্রফুল্ল হিয়া মোর,
বিরহ-ব্যাকুল-বেদনার ডোরে
বাঁধা পড়িয়াছ চোর !
তোমার মদির দরশে পরশে,
আকুল চিত্ত ব্যাকুল হরষে,
মিলনানন্দে অন্ধ তরাসে
নিশি হয়ে যায় ভোর।

মিলনের মহা-মেলার মাঝারে
ডুবে থাকি মোহ কূপে ,
বিরহের দিনে দেখা দাও তুমি
নিতি নব নব রূপে।
কভু পাই কাছে, কখনো হারাই,
ব্যাকুল চিত্তে দু'বাহু বাড়াই,
কভু নাচি, কভু হাসিয়া লুটাই,
কভু বহে আঁখি-লোর।

তোমার বিরহ-বেহাগ রাগিনী
গগনে গগনে বাজে ;
শান্ত সমীরে বহে যায় ধীরে
সে ধ্বনি ভুবন মাঝে।
পাখী কেঁদে বলে তুমি নাই কাছে,
ফুল মাথা নেড়ে বলে আছে আছে,
চাঁদ হেসে বলে সে বদন আঁচে
হের এ বয়ান মোর।

ধরনীর এই ব্যাকুলতা মাঝে
তুমি যে পড়েছ ধরা।
মধুর তোমার লুকোচুরী বঁধু,
পরাণ পাগল করা।
মিলনে তোমারে পাই যে গোপনে
বিরহে ব্যাপিয়া রয়েছ ভুবনে,
শতরূপে তুমি শত বন্ধনে
বেঁধেছ মরম-ডোর।

১৪ মাঘ, ১৩২২

বিরহে

আজি বিরহের দিনে নীরব গগন ঘিরে,
তব প্রেমের আলোক ডানাটি মেলিছে ধীরে।
হেরি প্রভাত-অরুণে তরুণ লাবণি খানি,
কোন্ অজানার দেশে ডাকে মোরে হাতছানি।
ওই মধ্য-তপনে রক্ত রবির ফাগে,
তব বাসনা-বাসিত মোহন মূরতি জাগে।
ম্লান সান্ধ্য-গগনে আগুনে ঢাকিয়া ছায়া,
তব রক্তিমময় চুম্বন পায় কায়া।
যবে অন্ধকারের দ্বন্দ্ব অকূলে নাচে,
মম বেদনা হাসিয়া তোমারে নীরবে যাচে।
এই চন্দ্র-ধৌত স্পন্দন-হীন হাসি,
হেরি ক্রন্দন যায় নন্দন-নীরে ভাসি।
তুমি তারায় তারায় রয়েছো জড়ায়ে মোরে,
আমি মরিয়া বেঁচেছি তোমার প্রেমের ঘোরে।
তুমি দেবতার বেশে পরেছো অর্ঘ্য মালা,
পুণ ভক্তের সাজে হাতে বরণের থালা।
তুমি সীমার মাঝারে কহ অসীমের বাণী,
আমি মলয়ার চুমে পেয়েছি পরশ খানি।
আজি মিলন কাঁদিছে হেরি বিরহের শোভা,
মম অন্তর আছে অন্তর-তরে ডোবা।

১৬ মাঘ, ১৩২২

আমি তোমারই

রাখো আর মারো যা করো তা করো,
আমি তো তোমার তোমার হে!
তাপে পোড়াইয়া ছাই করো হিয়া
তবু তো তোমার তোমার হে!
যদি সাধ হয় শতধা করিয়া
এদেহ কুকুরে দেহ বিতরিয়া,
তব উপবন করিতে সেচন
লহ এ রুধির আমার হে!
ধূলি করো আশা স্বপনের নেশা,
আমি যে তোমার তোমার হে!

চিত্ত আমার করি চূরমার
অনলে দেহ গো ফেলিয়া ;
তাই বলে মোর এ প্রণয় ঘোর
ভেবেছো কি যাবে চলিয়া ?
মম মরমের ভালবাসা যত,
তিল-মাষা নাহি হবে অপগত,
ভয় নাহি পাবো বিমুখ না হবো,
তোমার আদর ঠেলিয়া।

শান্ত উদার বক্ষে তোমার
রহিব গো আমি জড়ায়ে,
নব বিকশিত কুসুমের মতো
বিমল সুবাস ছড়ায়ে।
অথবা আমারে দাহ করো তুমি,
দাবানলে যথা দহে বনভূমি,
উঠুক হাসিয়া পাবক নাচিয়া
ভীম রৌরব-শিখার হে!
রাখো আর মারো যা খুসী তা করো,
আমি তো তোমার তোমার হে!

২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

তিলেক যদি টান হ'তো

তোমার পানে আমার প্রাণের
তিলেক যদি টান হ'তো,
সকল বাঁচন মরে গিয়ে
এক নিমেষে প্রাণ পেতো।

তুনিয়া ভরা নিষেধ-বিধান,
সকল আমার হ'তো সমান,
ধরণ-ধারণ করণ-কারণ
চরণ-তলে মরিতো ;
আপন মনে খোস্ মেজাজে,
দেল্‌টা আমার উঠ্‌তো বেজে,
সকল কাজে সকাল-সাঁঝে
সমান বুলি ধরিতো।

কভু কেটে দীর্ঘ ফোঁটা,
লাগিয়ে দিতেম পূজার ঘটা,
ঘণ্টা নাড়ায় পাড়ার লোকের
বিষম চমক লাগিতো :
কভু গায়ে ভস্ম মাখি,
ধ্যান লাগাতেম নিথর আঁখি,
আসন-পাশে ধুনির আগুন
দিবস-নিশি জাগিতো।

কভু লয়ে মদের বোতল,

হাটের বাটে বাধাতেম গোল,

রঙ্গিনীদের ধরে আঁচল

মাতাল আঁখি ঢুলিতো ;

দেখে যেতো পাড়ার লোকে,

কিছু হয়না মদের ঝোঁকে,

হাজার নারীর বক্ষ শোভায়

লক্ষ্য নাহি টলিতো।

যত রাজ্যের 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না',

তোমায় ছুঁয়ে হ'তো সোনা

নিত্যানিত্য আমার চিত্তে

একই সত্য জমা'তো ;

আপন হাতে মাথা কেটে

চরণ তলে দিতেম বেঁটে,

রক্ত-মাখা অধর আমার

নখর চুমে ঘুমাতো।

ওগো আমায় তিলেক যদি

তোমার পানে টান হ'তো

১১ মাঘ, ১৩২১

রিক্ত

ছিঁড়ে ফেলে দিছি তুচ্ছ ভয়ের
জীর্ণ ভিখারী বেশ;
পোড়ায়েছি তারে প্রাণের আগুনে,
দৈন্য হয়েছে শেষ।
মাটির এ ঢিবি হীন কুঁড়ে ঘর,
পোড়ায়ে ফেলেছি কাঠ-কুঁটা-খড়,
নাই আর কোন বিবাদ ওজর
নাহি ভয় বাধা লেশ।

উদ্‌লা পথের উদার বক্ষে
নভ প্রাঙ্গণ তলে,
মলয়-চুমিত শিউলির বনে
কে ডাকে কিসের ছলে!
বাঁশীখানি তার কি যেন শুধায়,
আমারেই শুধু আমারেই চায়,
সাজ-গোছ তাই এই অবেলায়
হয়ে গেল নিঃশেষ।
দৈন্য হয়েছে শেষ।

৬ কার্ত্তিক, ১৩৩৭

অমর ক্রন্দন

তোমার দেওয়া কান্না যেন অমর হয়ে রয়,
বুকের মম গোপন কোঠা ঘরে :
শিউলি-ফোটা দখিন হাওয়া ঐ যে কানে কয়,—
রইবে না গো, পড়্‌বে ত্বরা ঝরে' ।
প্রকাশ যত নিঃশেষিয়া বিকাশ করে আলো,
চুকিয়ে দেয় আনন্দেরই দেনা :
চিরন্তনী জাগ্‌বে তত জমাট বাঁধা কালো,
দিগ্‌বলয়ে ছোঁয়াচ-পাওয়া চেনা ।
কান্না তব মিলন-বাঁশী—চরম অভিসার,
হাস্য শুধু লাস্য লীলা রত :
আপন করে' রাখো মোরে, সরস বরষার
নিঝর-ঝরা বহাও অনাহত ।

১২ কার্ত্তিক, ১৩৩৭